দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

দিনরাত.কম
সুলভ, সুরুচি, সুনিশ্চয়

Unlimited talktime to BANGLADESH

আগস্ট ১৯, ২০০৫, শুক্রবার : ভাদ্র ৪, ১৪১২

আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

প্রথম পাতা
প্রথম পাতা
শেষ পাতা
অন্যান্য খবর
সম্পাদকীয়
চিঠিপত্র
বিশ্ব সংবাদ
রাজধানীর আশেপাশে
খেলার খবর
শেয়ার বাজার
রাশিফল

ঢাকা
চট্টগ্রাম
রাজশাহী
খুলনা
সিলেট
বরিশাল

সাহিত্য সাময়িকী
কচি-কাঁচার আসর
ধর্মচিন্তা

কড়চা
স্বাস্থ্য পরিচর্যা
তথ্যপ্রযুক্তি
আমার বাংলা
তরুণকণ্ঠ
অর্থনীতি
আনন্দ বিনোদন
ক্যাম্পাস
মহিলা অঙ্গন

Powered by eNewspaper

খাতুনে ওহোদ হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)

ইসলামের ইতিহাসে ‘খাতুনে ওহোদ’ বলে খ্যাত রসূলুলস্নাহ্ সালস্নালস্নাহু আলইহি ওয়া সালস্নামের মহান মহিলা সাহাবী ছিলেন হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)। তাঁর নাম ‘নুসাইবাহ’ কিন্তু ইতিহাসে তিনি নিজের কুনিয়াতেই খ্যাত হয়ে আছেন। তিনি আনসারের খাজরাজ গোত্রের নাজ্জার বংশোদ্ভূত। নসবনামা হল-নুসাইবাহ বিনতে কা’ব বিন আমর বিন আওফ বিন আবজুল বিন আমর বিন গানাম বিন মাযন বিন নাজ্জার।

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাই যায়েদ বিন কাসেমের সঙ্গে। যায়েদের ঔরসে তাঁর দুটি সন্তান হয়েছিল। তাঁদের নাম হল-আব্দুলস্নহ্ (রাঃ) এবং হাব্বি (রাঃ)। এই দুই ভাই সাহাবী ছিলেন এবং ইতিহাসখ্যাত হয়েছিলেন। যায়েদের ওফাতের পর হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)-এর বিয়ে হয়েছিল আরবাহ (রাঃ) বিন আমরের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে তামিম ও খাওলাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) আনসারের সাবিকিনা আওয়ালিনার মধ্যে পরিগণিত। প্রথম বাইয়াতে উকবার পর যখন হযরত মানয়াব (রাঃ) বিন উমাইর মদিনায় ইসলামের তাবলীগ করছিলেন তখন তিনি খান্দান সমেত ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর নবুয়তের ১৩তম বছরে তিনি সেই ৭৫ জনের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যারা বড় উচেবাতে প্রিয় নবী সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের হাতে বাইয়াত করেছিলেন এবং হুজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম মদীনার তাশরীফ নিলে জান, মাল এবং সন্তানসহ তাঁকে সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হুজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের হিজরতের তৃতীয় বছরে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) যুদ্ধে অংশ নেন এবং এমন বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে, ইতিহাসে তিনি ‘খাতুনে ওহোদ’ উপাধিতে খ্যাত হন। তাবাকাতে ইবনে সাদের রাওয়াতে অনুযায়ী তাঁর স্বামী আবরাহ (রাঃ) কিন আমর, দুই পুত্র আব্দুলস্নাহ (রাঃ) এবং হাব্বিও (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন।

যুদ্ধে যখন মুসলমানরা অগ্রগামী ছিলেন তখন উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অন্য মহিলাদের সাথে মশকে পানি ভরে ভরে মুজাহিদদেরকে পান এবং আহতদেরকে সেবা করতেন। যখন একটি ভুলের কারণে যুদ্ধের দৃশ্য বদলে গেল এবং মুজাহিদরা বিশৃংখলার শিকার হলেন তখন রসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের নিকট হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী রয়ে গেলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এই অবস্থা প্রত্যড়্গ করে মশক ফেলে দিয়ে তরবারী এবং ঢাল হাতে তুলে

UK Bengalis For Marriage
Find UK Bengalis In Your Area Create Your Free Profile Today!
UKAsianMatch.com

Typhoon Roertechniek B.V.
Manufacturer of mixing and stirring equipment. Process guaranty.
www.typhoon.nl

KLAAR Baggertechnieken BV
Een heldere kijk op waterbodems ! Aannemer v. kleinschalig baggerwerk
www.klaarbaggertechniek

Zanussi Zud9124
Zanussi ZERC2425, ZERT6646 & more. Compare, Save & Buy Online!
www.kelkoo.co.uk/fridges

নিলেন ও হুজুর সালস্নালস্নহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের নিকট পৌঁছে কাফেরদের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কাফেররা বার বার হামলা করে রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের দিকে অগ্রসর হতো এবং উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) তাদেরকে অন্যান্য অটল সাহাবীর (রাঃ) সঙ্গে একত্রিত হয়ে তীর ও তরবারী দিয়ে বাধা দিতেন। এটা বড় ভয়ানক সমর ছিল। ইত্যবসরে এক মুশরিক তাঁর মাথার ওপর পৌঁছে তরবারী চালিয়ে দিল। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) তাকে নিজের ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ করলেন এবং তার ঘোড়ার পায়ের ওপর তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েই মাটিতে পতিত হলো। সারওয়ারে আলম সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালাম এই চিত্র দেখছিলেন। তিনি উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) পুত্র আব্দুলস্নাহকে (সাঃ) ডেকে বললেন, 'আব্দুলস্নাহ! তোমার মাকে সাহায্য কর।' তিনি তৎক্ষণাৎ সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং তরবারীর এক আঘাতেই সেই মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় অন্য একজন মুশরিক দ্রম্নত সেদিকে এলো এবং হযরত আব্দুলস্নাহর (রাঃ) বাম বাহুতে আঘাত করে চলে গেল। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) স্বহস্েত্ম আব্দুলস্নাহর (রাঃ) ক্ষতস্থান বাঁধলেন এবং বললেন-পুত্র! যাও এবং যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ লড়াই কর। হজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম তাঁর জীবন উৎসর্গের আবেগ দেখে বললেন-হে উম্মে আম্মারাহ্! তোমার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে আর কার মধ্যে থাকবে? ঠিক এই সময় আব্দুলস্নাহকে (রাঃ) আঘাতকারী মুশরিক ফিরে আবার হামলা করে বসলো। হুজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম উম্মে আম্মারাহকে (রাঃ) বললেন-উম্মে আম্মারাহ। ঠেকানো চাই। এ সেই হতভাগা যে আব্দুলস্নাহকে আহত করেছিলো। হযরত উম্মে আশারাহ (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, সে দুই টুকরো হয়ে নিচে পড়ে গেল। প্রিয় নবী সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম এই দৃশ্য দেখে মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন-উম্মে আম্মারাহ! তুমি পুত্রের খুব প্রতিশোধ নিয়েছ। (দ্রঃ মজিলা সাহাবী; তালিবুল হাশেমী, পৃঃ ৩১৫-৩১৬)।

এই সময় ইবনে কামিয়া যখন সকল বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে হযরত নবী করীম সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের দিকে এগিয়ে আসছিলো, তখন তার অগ্রগামিতাকে রম্নখে দাঁড়ান হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)। তাতে তিনি কাঁধে আঘাত পান। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)ও তার প্রতি তলোয়ারের শক্তিশালী আঘাত হেনেছিলেন, কিন' তার পায়ে দ্বিগুণ কর্ম থাকায় তলোয়ারের কোপ কার্যকরী হয়নি। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৪)।

ইবনে কামিয়ার আঘাতের কারণে হযরত উম্মে আম্মারাহ্ (রাঃ)-এর কাঁধে গর্ত হয়ে গিয়েছিলো। সেই ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। হুজুর সালস্নালস্নাহ লাইহি ওয়া সালস্নাম স্বয়ং তাঁর ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধলেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীর (রাঃ) নাম উচ্চারণ করে বললেনঃ 'আলস্নাহর কসম! আজ উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) তাদের সবার চেয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছেন।' হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ ' হে আলস্নাহর রাসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার জন্য দোয়া করম্নন যাতে জান্নাতেও আপনার সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়।' হুজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম অত্যন্ত্ম একাগ্রতার সাথে তার জন্য দোয়া করলেন এবং উচ্চৈস্বরে বললেনঃ 'আলস্নাহুম্মা আজরালহুম রিফকায়ি ফিল জান্নাতি।' হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) খুব খুশী হলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে এই বাক্য উচ্চারিত হল-' এখন আর আমার এই দুনিয়ায় মুসিবতের কোনও পরওয়া নেই।' যুদ্ধ শেষ হলে হুজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) অবস্থা না জানা পর্যন্ত্ম বাড়ী

ফিরে যাননি। হযরত আব্দুলস্নাহ (রাঃ) বিন কা'ব মাযনীকে পাঠিয়ে তার খবর নেন। তারপর বাড়ী যান।

হজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম বলতেন-, ওহোদের দিন ডাইনে-বামে যেদিকেই নজর দিতাম, শুধু উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)কে লড়াই করতে দেখতাম' (তালিবুল হাশেমী পৃঃ ৩১৭)।

আলস্নামা ইবনে সাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পর তিনি বাইয়াতে রেদওয়ান, খায়বারের যুদ্ধ, ওমরাতুল কাজা এবং হুনাইনের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। অন্য আরেক রাওয়াত অনুযায়ী তিনি মক্কা বিজয়ের সময়ও প্রিয় নবী সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নামের সঙ্গী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত ভণ্ড নবী মুসায়লামাহ কাজাবের বিরম্নদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই যুদ্ধে মুসায়লামাহ ধ্বংস হয়।

হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) ইন্তেকাল সাল সম্পর্কে জানা যায়নি। অবশ্য কতিপয় রাওয়াত অনুযায়ী তিনি হযরত ওমর ফারম্নকের (রাঃ) খিলাফতকালে জীবিত ছিলেন এবং সেই আমলেই এন্তেকাল যান।

হযরত উম্মে আম্মারাহ নবী করিম সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালামকে যে অপরিসীম মহব্বত করতেন, ওহোদের ময়দানে তার বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। আরো অনেক ঘটনা আছে। একবার আলস্নাহর পিয়ারা রাসূল সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম তাঁর গৃহে তাশরীফ নিলেন। তাঁকে কিছু খেতে দিলেন। তিনি ফরমালেন, 'আপনি কিছু খান।' তিনি জবাবে বললেন, 'আমি রোযাদার'। হুজুর সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম খেয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন, 'রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হলে ফিরিশতাগণ তার প্রতি দরূদ পাঠান। (মুসনদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৬৫) উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) কতিপয় হাদীস বর্ননা করেছেন। ০ নূরম্নজ্জামান মানিক

আগের সংবাদ | পরের সংবাদ
প্রিন্ট | ই-মেইল | হেল্প | টিপস্
বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
Privacy Policy | Feedback | Contact Us
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ঃ মইনুল হোসেন। সম্পাদক ঃ আনোয়ার হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।